যুগান্তর

তারিখ 27 JUL 2005
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র চিত্র

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সম্পর্কে সোমবার যুগান্তরে যেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই, তবে উদ্বিগ্ন হইয়াছি। দেশের গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনেস্কোর অর্থায়নে ১৯৬২ সালে ন্যাশনাল বুক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর উহার নামকরণ করা হয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। কেন্দ্রটি যখন স্থাপিত হয় তখন এই দেশের গ্রন্থ প্রকাশনার বিপণন ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড বলিতে গেলে ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া গ্রন্থশিল্প উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, রুচিশীল উন্নতমানের পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণনের উৎসাহ প্রদান করাই ছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটি যে মহৎ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে গ্রন্থকেন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ্য অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিয়াছে। বাস্তবায়ন করা হইয়াছে অসংখ্য প্রকল্প। দেশব্যাপী ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে কেন্দ্রের কার্যক্রম। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতি বৎসর জাতীয় গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা। সারাদেশের লেখকদের তখন বই সংগ্রহ করিয়া পাইকারি বিক্রেতাদের নিকট সরবরাহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইত। লেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতাদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। মানসম্মত পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি তাহাদের নানাভাবে সহায়তা করা হইত। উচ্চমানের বই ও শ্রেষ্ঠ গ্রচ্ছদের জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু গ্রন্থকেন্দ্রে ক্রমশ দুর্নীতির ঘুণ ধরে এবং এই কারণে কয়েকটি প্রকল্প বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহা সত্ত্বেও দুর্নীতি অব্যাহতই থাকে কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কাজ ক্রমশ সংকুচিত হইয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটি চালু করিবার এবং লক্ষ্য অনুযায়ী যাহাতে কাজ হয় সেই জন্য বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনকালে একটি গ্রন্থ ও প্রকাশনা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি উহার রিপোর্ট প্রদানের পর ঐ সম্পর্কে আর কিছু শুনা যায় নাই। যদিও উহাতে দেশের গ্রন্থ জগতের উন্নয়নের উপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। গোড়ায় ঐ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নিয়োগদান করা হইত। কিন্তু পরে সরকারের পছন্দ অনুযায়ী যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে চাকরি দেওয়া শুরু হয়। আর দুর্নীতির কারণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বন্ধ হইয়া যাইবার পর কেন্দ্রটি একদিকে দুর্নীতির আখড়ায় অন্যদিকে স্থবির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠানে যাহারা চাকরি করিতেছেন তাহাদের এখন কোন কাজকর্ম নাই। তাহারা দাসখত বইতে স্বাক্ষর করিয়া আড্ডা দিয়া সময় হরণ করে মাত্র। যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এখন সম্ভবত উহার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাহা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। দেশের গ্রন্থশিল্প উন্নয়নের স্বার্থে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটিতে গোড়ায় কিছুটা সফলতাও আসিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ এখনও সুদূর পরাহত। স্বীকার করা প্রয়োজন যে, দেশের গ্রন্থশিল্প উন্নয়ন, বিপণন, পাঠাভ্যাস তৈরি ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা এখনও বহুলাংশে পিছাইয়া রহিয়াছি। উহার অগ্রগতির জন্য এখনও অনেক কিছুই করা প্রয়োজন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কেন্দ্র উহাতে পুরাপুরি সফল হয় নাই বটে কিন্তু এই দায়িত্ব তো উহাকেই পালন করিতে হইবে। আর সেই জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রটিকে ঢালিয়া সাজানো। ইতোপূর্বে গঠিত কমিটি এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করিয়াছে। খোঁজ-খবর করিলেই কমিটির সুপারিশের কপি গ্রন্থকেন্দ্রের কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইবেই। তবে উহা ফাইলের স্তূপ হইতে বাহির করিয়া উহাতে প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রটিকে পুনরুজ্জীবন করা প্রয়োজন।